بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

# খুতবা জুম’আ

## আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)**
**কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৬ এপ্রিল ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় আমি হযরত উসমান বিন মাযঊন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করেছিলাম যে, জান্নাতুল বাকী-তে সমাহিত ব্যক্তিদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। জান্নাতুল বাকী’র ভিত্তিও সূচনা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে তাহলো মহানবী (সাঃ) এর মদিনায় সুভাগমনের পর সেখানে অনেক কবরস্থান ছিল। ইহুদীদের নিজস্ব গোরস্থান ছিল। এর পাশাপাশি আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মদিনা তৈয়্যবা যেহেতু তখন বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেক গোত্র নিজ এলাকায় খোলা স্থানে নিজেদের মৃতদের কবরস্থ করত। কুবার নিজস্ব কবরস্থান ছিল যা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সেখানে ছোট ছোট আরো বেশ কিছু কবরস্থান ছিল, যেমন- বনু জাফর গোত্রের নিজস্ব কবরস্থান ছিল আর বনু সালামার পৃথক কবরস্থান ছিল। অন্যান্য কবরস্থানের মাঝে ছিল বনু সাদার কবরস্থান, যেখানে পরবর্তীতে ‘সূকুন্নবী’ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থানে মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছে সেখানেও খেজুর বাগানে কয়েকজন মুশরেকের কবর ছিল। এসব কবরস্থানের মাঝে বাকীউল গরকদ সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল। এরপর মহানবী (সাঃ) যখন এটিকে মুসলামনদের কবরের জন্য পছন্দ করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি স্বতন্ত্রও বিশেষ মর্যাদা চলে আসছে আর তা চিরকাল থাকবে।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আবু রাফের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) কোন এমন জায়গার সন্ধানে ছিলেন যেখানে শুধু মুসলমানদের কবর থাকবে আর সে উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এই গর্ব বাকীউল গরকদের অদৃষ্টে লেখা ছিল যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, আমাকে এই জায়গা অর্থাৎ বাকীউল গরকদকে নির্বাচনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে সর্বপ্রথম যাকে কবরস্থ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। মহানবী (সাঃ) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্ন হিসেবে রেখে দেন আর বলেন, ইনি আমাদের পূর্বসূরী। এরপর যখনই কারো ঘরে কেউ মারা যেতো তারা মহানবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করতো যে, তাকে কোথায় দাফন করা উচিত? তিনি বলতেন আমাদের পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের পাশে। আরবী ভাষায় এমন স্থানকে ‘বাকী’ বলা হয় যেখানে অজস্র গাছপালা হয়ে থাকে। মদিনা শরীফে এই স্থান বাকীউল গরকদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে কেননা সেখানে অনেক বেশি গরকদ বৃক্ষ ছিল। এছাড়া সেখানে অন্যান্য ধরনের বন্য মরু গুল্মলতাও ছিল অনেক বেশি। এটিকে জান্নাতুল বাকীও বলা হয়। হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন কেউ মারা যেতো তখন মহানবী (সাঃ) বলতেন, একে আমাদের প্রয়াত লোকদের মাঝে পাঠিয়ে দাও, উসমান বিন মাযঊন আমার উম্মতের কতই না উত্তম পূর্বসূরী ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত উসমানের মৃত্যু হয় তখন মহানবী (সাঃ) তার মরদেহেরে কাছে আসেন। তিনি তিনবার তার লাশের প্রতি ঝুঁকেন এবং মাথা উঠান আর উচ্চস্বরে বলেন, হে আবু সায়েব খোদা তোমার প্রতি মার্জনা করুন। তুমি পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় প্রস্থান করেছ যে, ইহজগতের কোন কিছুর মাধ্যমে কলুষিত হওনি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) হযরত উসমান বিন মাযঊনের লাশকে চুমু খান, তখন তিনি কাঁদছিলেন, তাঁর উভয় চোখ থেকে অশ্রুধারা বহমান ছিল। মহানবী (সাঃ) এর পুত্র ইব্রাহীম যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, الحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعون। অর্থাৎ পুণ্যবান পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের সাথে গিয়ে মিলিত হও। হযরত উসমান বিন আফফানের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) হযরত উসমান বিন মাযঊনের জানাযার নামায পড়িয়েছেন আর চার তকবীর দিয়েছেন। কেউ কেউ অনেক সময় বলে যে, তিনের অধিক তকবীর দেয়া যায় না অথচ চার তকবীরেরও প্রমাণ আছে। মুত্তালিব বিন বর্ণনা

করেন যে, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন তার লাশ বের করা হয় আর তাকে দাফন করা হয়। তখন মহানবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনার নির্দেশ দেন। তিনি পাথর উঠাতে পারেন নি অর্থাৎ খুব ভারী পাথর ছিল। তখন মহানবী(সাঃ) দণ্ডায়মান হন বা নিজে তার কাছে যান। তিনি তাঁর উভয় হাত বা উভয় বাহুর কাপড় অর্থাৎ কামিযের আস্তিন উপরে উঠান। এরপর তিনি সেই পাথর উঠান আর উসমান বিন মাযঊনের মাথার দিকে সংস্থাপন করেন এবং বলেন, আমি এই চিহ্নের মাধমে আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করব আর আমার বংশের যে-ই ইন্তেকাল করবে, তাকে আমি এর কাছে কবরস্থ করব।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত উসমান বিন মাযঊনের ইন্তেকালের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা থেকে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেন,

সে বছর শেষের দিকে মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থান নির্ধারণ করেন যাকে জান্নাতুল বাকী বলা হতো। এরপর সাধারণত সাহাবীরা সেই মাকবেরায় কবরস্থ হতেন। সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি এ মাকবেরায় সমাহিত হন তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। উসমান অতি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত পুণ্যবান, ইবাদতগুজার ও সূফী মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একবার তিনি মহানবী (সাঃ) কে বলেন আমি সম্পূর্ণভাবে এ জগৎ পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-সন্তান হতে পৃথক হয়ে, জীবন পুরোপুরি খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতে চাই, আমায় অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি (সাঃ) এর অনুমতি দেননি। হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে মহানবী (সাঃ) গভীরভাবে মর্মাহত হন। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তিনি (সাঃ) তার ললাটে চুমু খান। তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তাকে সমাহিত করার পর তিনি (সাঃ) চিহ্নিত করার মানসে তার কবরে একটি পাথর সংস্থাপিত করান। এরপর তিনি (সাঃ) কখনো কখনো জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। মদিনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির ছিলেন হযরত উসমান। হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শোকগাঁথায় যা লিখেছেন এর অনুবাদ হলো, হে চক্ষু! উসমানের মৃত্যুতে তুমি অনবরত অশ্রুপাত করে যাও, সে ব্যক্তির মৃত্যুতে, যে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির সন্ধানে রাত অতিবাহিত করত। তার জন্য শুভসংবাদ এমন এক ব্যাক্তি এখানে সমাহিত হয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। বাকীউল গরকদ স্বীয় এই অধিবাসীর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গেছে আর তার সমাহিত হওয়ার পর এর ভূমি আলোকিত হয়ে গেছে। তার মৃত্যুতে হৃদয় এমনভাবে ব্যাথাতুর হয়েছে যা মৃত্যু পর্যন্ত কাটার নয় আর আমার এই অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। অর্থাৎ তার স্ত্রী এই ভাবাবেগ প্রকাশ করেন।

হযরত উম্মে আলা বলেন, আমি বলি, তোমার প্রতি খোদার রহমত বর্ষিত হোক হে আবু সায়েব! এটি হযরত উসমান বিন মাযঊনের ডাক নাম ছিল। তিনি মহানবী(সাঃ) এর সামনে এই শব্দ উচ্চারণ করেন যে, আবু সায়েব! তোমার প্রতি খোদার কৃপা হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এটিই যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে সম্মন দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) এর সামনে তিনি এই সাক্ষ্য দেন। উম্মে আলা বলেন, মহানবী (সাঃ) তার কাছে একথা শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহতা'লা অবশ্যই তাকে সম্মান দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত; আমি জানি না। এটি কেবল আমার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, উসমানের যতটুকু সম্পর্ক আছে তিনি এখন প্রয়াত, আর আমি তার জন্য মঙ্গলেরই আশা রাখি,এই আশা রাখি যে, আল্লাহতা'লা অবশ্যই তাকে সম্মানিত করবেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, খোদার কসম, আমিও জানি না যে, উসমানের সাথে কী করা হবে। দোয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু এটি আমি বলতে পারি না যে, অবশ্যই সম্মান দিয়েছেন, অথচ আমি খোদার রসূল। অতএব এটিও মহানবী (সাঃ) এর তরবিয়তের একটি রীতি ছিল। অর্থাৎ এত নিশ্চিৎভাবে খোদার ক্ষমা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে যেয়ো না। হ্যাঁ স্বপ্নে যখন হযরত উসমান বিন মাযঊনের উন্নত কর্ম একটি ঝর্ণারূপে হযরত উম্মে আলাকে দেখানো হয় তখন মহানবী (সাঃ) এর সত্যায়ন করেন, নতুবা মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, এসব বদরী সাহাবীদের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট। আর স্বয়ং মহানবী (সাঃ) এর দোয়া এবং তার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'লা দোয়া শুনবেন আর তিনি আল্লাহতা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেন যে, আমরা কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি না।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এই বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খারেজা বিন যায়েদ তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন খারেজা বিন যায়েদের মা বলেন, আবু সায়েব! তুমি পবিত্র, তোমার ভালো দিন খুবই ভালো ছিল। মহানবী (সাঃ) একথা শুনতে পান এবং বলেন কে? তিনি বলেন, আমি। মহানবী(সাঃ) বলেন, তোমাকে একথা কিসে অবহিত করেছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! উসমান বিন মাযঊনের আমল বা ইবাদত এমন ছিল যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, খোদাতা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করেছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) বলেন, আমরা উসমান বিন মাযঊনের মাঝে পুণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। নিশ্চয় উসমান বিন মাযঊন এমন মানুষ ছিলেন যার মাঝে নেকী ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনি। কিন্তু একই সাথে তিনি (সাঃ) বলেন, স্মরণ রেখো আমি আল্লাহ্‌র রসূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার কসম, আমিও জানি না যে, আমার সাথে কী করা হবে। খোদাতা'লার কাছে মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি খোদার প্রেমিক বা বন্ধু, কিন্তু খোদাতা'লার ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাঁর ভয় ও ভীতির চিত্র দেখুন যে, নিজের সম্পর্কে তিনি (সাঃ) বলেন যে, আমি জানিনা আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অতএব আমাদের জন্য কতটা ভয়ের ব্যাপার আর কতটা আমাদের পুণ্য কর্ম ও খোদার ইবাদতে মনোযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত! আর তা সত্ত্বেও অহংকার নয় বরং বিনয়ে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করা উচিত আর সর্বদা খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ভিক্ষা যাচনা করতে থাকা উচিত যেন তিনি স্বীয় করুণা ও কৃপাগুণে আমাদের ক্ষমা করে দেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত ওহাব বিন সাদ বিন আবি সারাহ্। তিনি বনু আমের বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্-র ভাই ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল মুহানা বিনতে জাবের, যিনি আশআরী গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত ওহাবের ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ ওহীর সেই কাতেব ছিল যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তার ভাই-সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর একজন ওহী-লেখক ছিল, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ একদিন তিনি সূরাতুল মু'মিনূনের আয়াত ১৪ ও ১৫ লেখাচ্ছিলেন। তিনি যখন ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ওহীর লেখকের মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ সূরাতুল মু'মিনূনের ১৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেন এটিই ওহী, এটিকেই লিখে নাও। সেই দুর্ভাগা ভাবল না যে, পিছনের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই এই আয়াতাংশ আসা উচিত, বরং সে মনে করলো, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই আয়াত বেরিয়েছে আর মহানবী এটিকে ওহী আখ্যা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই নাঊযুবিল্লাহ্ পুরো কুরআন তিনি নিজেই বানাচ্ছেন। ফলাফল-স্বরুপ সে মুরতাদ হয়ে মক্কা চলে যায়।

আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত ওহাব যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদাম এর ঘরে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত ওহাব এবং হযরত সুআয়েদ বিন আমর এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তারা উভয়ে, মুতার যুদ্ধের দিন শহীদ হন। হযরত ওহাব বদর, ওহুদও খন্দকের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়া ও খায়বারে অংশ নেন, আর অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলা-য় মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের দিন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। মুতার যুদ্ধ কী ছিল বা এর কারণ কী ছিল- এ সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরা-তে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সাঃ) হযরত হারেস বিন উমায়ের-কে দূত হিসেবে বসরা'র অধিপতির কাছে একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তাকে শারাহবীল বিন উমর গাস্সানি বাধা দেয় এবং শহীদ করে। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সাঃ) মানুষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন। মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, তাদের সবার আমীর হলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা। এরপর একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদকে দেয়ার সময় তিনি (সাঃ) এই নসীহত করেন যে, হযরত হারেস বিন উমায়েরকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে মানুষকে ইসলামের তবলীগ করুন। যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। হযরত ওহাবও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্তা’লা এই সাহাবীদের মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। খুৎবা জুম্মার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তাদের স্মৃতিচারণের পর এখন আমি কতিপয় মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও আজ আমি পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হবে মোকাররম মালেক মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের যিনি জামা’তের মুরব্বী ছিলেন। গতকাল ২৫ এপ্রিল তারিখে ম্যানচেস্টারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলায়হে রাজেউন**।

আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, আকরাম সাহেব উন্নত চরিত্র এবং গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবান, বিশ্বস্ত, খুবই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত কর্মঠ মুবাল্লেগ, দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ সম্পাদনকারী, খিলাফতের আনুগত্যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মসেবক ছিলেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো জামা’তের মুবাল্লেগ চৌধুরী আব্দুশ শকূর সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি ছিলেন চৌধুরী আব্দুল আযীয শিয়ালকোটি সাহেবের পুত্র। ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলায়হে রাজেউন**।

পাকিস্তানে আনসারুল্লাহ্’র কায়েদ উমূমী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তিনি নীরব সেবক ছিলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং উন্নত পরামর্শদাতা ছিলেন। নায়েব উকীলুত তবশীর শেখ খালেদ সাহেব বলেন, তিনি খুবই নম্র স্বভাবের, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, খিলাফত এবং জামা’তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত ছিলেন।

তৃতীয় জানাযা হলো ওয়াকফে জাদীদ মুয়াল্লেম মোকাররম মালেক সালেহ মুহাম্মদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি গত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলায়হে রাজেউন**। তার বড়নানা মালেক আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে লোধরা থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

চতুর্থ জানাযা হলো মোকাররম মুওয়েশে জুমা সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি তানজানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলায়হে রাজেউন**।

আল্লাহ্তা’লা তার সাথে কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার বংশধরদেরও প্রকৃত ধর্মসেবক এবং ইসলামের সেবক বানিয়ে দিন।

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

**To**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
26 April 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

**From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B**